

চাকমা জাতির ঐতিহ্যবাহী ভক্তিমূলক গাঁথা-----

গোজেন লামা

-শিবচরন



বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যান সমিতি

গোজেন লামা

শিবচরন

প্রকাশনায়ঃ

বনযোগীছড়া কিশোর-কিশোরী কল্যাণ সমিতি
বনযোগীছড়া, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি।

গোজেন লামা
শিবচরন

সম্পাদনাঃ
সুগম চাক্মা

সম্পাদনা সহযোগীতায়ঃ
রতন মনি চাক্মা
অরিন্দম চাক্মা
বিপাশা দেওয়ান
শ্রীমতি তালুকদার
নির্মল কান্তি চাক্মা
বিধু ভূষণ চাক্মা

প্রকাশকালঃ
জানুয়ারী'২০০৪ইং

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
বনযোগীছড়া কিশোর-কিশোরী কল্যাণ সমিতি
বনযোগীছড়া, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি।

শুভেচ্ছা মূল্যঃ- ১০ টাকা।

বনযোগীছড়া কিশোর-কিশোরী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে কিছু কথাঃ

গোজেন লামা চাক্‌মাদের একটি প্রাচীন জনপ্রিয় লামা। এই বিখ্যাত লামাটি বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বনযোগীছড়া কিশোর-কিশোরী কল্যাণ সমিতি ছাপানোর উদ্যোগ হাতে নিয়েছে।

যারা এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে আর্থিক, কায়িক, পরামর্শসহ বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা করেছেন তাদের প্রতি সমিতির পক্ষ থেকে রইল আন্তরিক অভিনন্দন।

বইটিতে অসতর্কতা বশতঃ ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয়। আশা করি পাঠক মহল ভুল ত্রুটির প্রতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন।

ভূমিকা

চাক্‌মা ভক্তি মূলক গাথা “গোঞ্জন লামা”র রচয়িতা হিসেবে শিবচরন চাক্‌মা জাতির মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি ছিলেন কবি ও সাধক। এই জনপ্রিয় সাধক কবি কাণ্ডাইয়ের নিকট নাড়াই পাহাড়ের এক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ধুংগিরি ও মাতা ধর্ম্মবী চাক্‌মা।

শিবচরনের শৈশব অবস্থায় তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। সে সময় তাদের পরিবারের গুরুদায়িত্ব নিতে হয় তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালিচরনকে। তাঁদের পরিবারে তখন তাঁর মা, দাদা এবং সদ্য বিবাহিত বৌদিকে নিয়ে মোট চার জন ব্যক্তি। সে সময় তাঁর মা ও দাদাকে সারাদিন জুমের কাজে বাড়ির বাইরে থাকতে হতো, সে জন্য শিবচরনের লালন পালনের ভার পড়ে তাঁর বৌদির উপর। তাঁর বৌদির মা বাবার স্নেহ মমতায় তাঁকে লালন পালন করেছিলেন।

শৈশব থেকে শিবচরন ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির। তিনি সে সময় পৃথিবী নিয়ে নানা কিছু ভাবতেন। পৃথিবীতে এসব কেন হয়? কিভাবে হয়? কারা করেন? এসব ভাবতেন।

শিবচরনের বিদ্যা শিক্ষার হাতে খড়ি হয়েছিল তাঁর মাতুল সম্পর্কীয় হরমনির কাছে। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে হরমনির কাছে অনেক কিছু শিখে ফেলেন। শিবচরনের বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর মা ও দাদা উৎসাহ যোগাতেন।

শিবচরন যখন কৈশোরে পদার্পন করলেন তখন তাঁর সংসার বিমুখতা প্রবল হয়ে উঠে এবং সে সময় গভীর অরণ্যে নির্জন স্থানে গিয়ে ধ্যান করতেন। শিবচরনের এই সংসার বিমুখতা দেখে তাঁর মা তাঁকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। জনশ্রুতি আছে, একদিন তাঁর মা বেইন (চাক্‌মা তাঁত) বোনার সময় শিবচরনকে সংসারী হতে বলেন। তখন শিবচরন তাঁর মাকে বলেন- “মা আমাকে ধরতে পার? ধরতে পারলে তোমার জয় হবে।” তখন তাঁর মা ধরতে গিয়ে দেখেন যে শিবচরন অদৃশ্য হয়ে

গেছে। তাঁর এই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দেখে তাঁর মা খুবই আশ্চর্য হয়ে যান। তখন তাঁর মা বেইন বোনা বন্ধ করে কুণ্ডি (মাটির তৈরি চাকমাদের জলপাত্র) থেকে পানি খেতে গিয়ে দেখেন সেই কুণ্ডির ছোট্ট নলের মধ্যে শিবচরন পুতুলের মত বসে আছেন। তখন তাঁর মা আরো বেশি আশ্চর্য হয়ে যান এবং তখন ছেলেকে বলেন- “ওখান থেকে বেরিয়ে এসো বাবা, আমি তোমাকে আর কোন দিন সংসারী হতে বলবো না।” তখন শিবচরন এখান থেকে বের হয়ে পূর্বের জায়গায় ফিরে আসেন।

সেই সময় ব্রিটিশদের সঙ্গে চাকমা রাজার যুদ্ধ শুরু হলে, শিবচরনদের সেই নাড়াই পাহাড়ের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হয় তৈনছড়ি নদীর তীরে। সেই তৈনছড়ির নদীর তীরে এসে শিবচরন সঙ্গী হিসেবে পান চিত্তা ওরফে চিধং কে। চিধং শুধু তাঁর সঙ্গী ছিল না, সে ছিল তাঁর প্রিয় শিষ্য।

চিধং এর মত বন্ধুকে পেয়ে তাঁর ধ্যান-সাধনা আরো বেড়ে যায়। তিনি সে সময় আরো কঠোরভাবে ধ্যান করতে লাগলেন। সে সময় তিনি লোকজনের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতেন, কখনও নদীতে ডুব দিয়ে অন্তর্ধান করতেন অথবা পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে যেতেন। এসময় তাঁকে লোকেরা “সাধক শিবচরন” বলে ডাকতেন।

একদিন শিবচরনকে তাঁর বৌদি বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে লাগলেন। তখন তিনি তাঁর বৌদিকে তাঁর জন্য ভাত মজা (কলাপাতায় মোড়ানো ভাত তরকারী) বেঁধে দিতে বলে এফুনি আসছি বলে সেই যে বাড়ী থেকে বের হয়ে গেল ফিরল তিনদিন পর। তখন তাঁর বৌদি তিনদিন আগে রাখা ভাত মজাটা খুলতে দেখেন যে, ভাত ও তরকারী থেকে সদ্য রান্না করা ভাত তরকারীর মত গরম ভাপ রেকছে। এই ঘটনায় তাঁর বৌদি খুবই আশ্চর্য হয়ে যান। সেই থেকে তাঁর বৌদি বিয়ে নিয়ে আর কোন কথা বলেনি।

জনশ্রুতি আছে, একদিন শিবচরন তাঁর প্রিয় শিষ্য চিধং কে নিয়ে স্বর্গপুরিতে যাত্রা করেন। কিন্তু যেতে যেতে চিধং এর মন বারবার মর্ত্যলোকের মায়ার টানে ফিরতে লাগল। শিষ্যের মর্ত্যলোকের প্রতি টান অপরিসীম বৃদ্ধিতে পেরে তিনি অলৌকিক

শক্তি' দ্বারা নিজ গ্রামে পৌঁছে দেন এবং তিনি একাই স্বর্গপুরিতে চলে যান। স্বর্গপুরি ফিরে আসেন কয়েকদিন পর।

এরপর শিবচরন একাই স্বর্গযাত্রা করার জন্য মন স্থির করলেন। তিনি তখন তাঁর প্রিয় শিষ্য চিধংকে বললেন “অনুকদিন আমাকে দেবলোকে নেওয়ার জন্য দেবদূতেরা আসবে। ইচ্ছে করলে তুমিও আমার সাথে যেতে পার। কিন্তু আমি এই মর্ত্যলোক থেকে দেবলোকে যাবার আগে আমার বন্ধুদেরকে কিছু বলে যেতে চাই এবং আমার রচিত গোজেন লামাটি তাদের দিয়ে যেতে চাই।” এ কথা শুনে চিধং বন্ধু বান্ধবদের ডেকে একটি আসরের আয়োজন করেন। শিবচরন ঐ আসরে তাঁর গোজেন লামাটি পাঠ করে শুনালেন।

তারপর তিনি তাঁর শিষ্য চিধংকে নিয়ে দেবলোকে যাত্রা করেন। এরপর থেকে শিবচরনকে কেউ কোনদিন দেখেনি। অনেকদিন পর চিধং ফিরে এসে জানাল যে, শিবচরন পৃথিবী থেকে দুই সুদর্শন সঙ্গীকে নিয়ে দেবলোকে যান। কিন্তু যখন তাঁরা স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছান তখন চিধং এর মর্ত্যলোকের প্রতি মায়া দেখা দিল। তখন চিধংকে তিনি অলৌকিক শক্তি' দ্বারা ফেরত পাঠান মর্ত্যলোকে। মর্ত্যলোকে ফিরে এসে চিধং স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা ভুলে যান। যার দরুন পরবর্তী কালে চিধং স্বর্গে যেতে পারেনি।

শিবচরন স্বর্গে চলে যাওয়ার পর তাঁর শিষ্য চিধং ও তাঁর বন্ধু বান্ধবরা মিলে গোজেন লামাটি প্রচার করেছিলেন।

এই গোজেন লামাটি শ্রী সতীশ চন্দ্র রায় তাঁর “চাক্মা জাতি” বইটিতে ছাপিয়ে ছিলেন ১৯০৯ সালে। এরপর ১৯৭৫ সালে “জুভাপ্রদ” (জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর) ও ১৯৭৭ সালে “রাস্কামাটি প্রকাশনী” সংস্কার করে ছাপায় এই লামাটি।

তবে গোজেন লামার রচনাকাল সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ~~কতক~~ ষষ্ঠ লামায় “এগার হাজার চুরাশি সন” একটা লাইন আছে। তাতে এই রচনাকাল ১১৮৪ বাংলা বা ১৭৭৭ইং অথবা ১১৮৪ মগী বা ১৮২২ইং ধরা হয়ে থাকে।

।। এক লামা ।।

উজানি ছরা লামোনী ধার-
ন উদে সৃষ্টি জলত্ কার ।
জল উবরে বচে থল্,
বানেল গোজনে জীবসকল ।
আরেয়ে মানেয়ে যার জনশ,
আগে সালাম দ্যং তার চরন ।
চানে সূর্য্যে সদর ভেই
সলাম দ্যং মুই ভুমিত্ থেই ।
সোম্মুগে সালাম দ্যং পুগেদি;
পোজিমে সালাম দ্যং পিজেদি;
উত্তরে সালাম দ্যং বাঙেদি;
দোঘিনে সালাম দ্যং দেনেদি ।
মরে বিধির দয়া হোক ।
তিন দেব' চরনত্ সালাম থোক ।
ন ভুঝে তিন দেবে সেই সকল
বর্ কলস আর ফুল কলম,
মা স্বরস্বতী সালামত-
যোগেই' দিদগোই গীদ পধ ।
সালাম মানেই তপজী
ধর্মশীলা সোন্ন্যাসী,
এগামনে বজঙর-
সালাম জানেলং দেবসগল ।
পুজার গুরু মানেলুং
হাজার সালাম জানেলুং ।
মর্ত্য- পরীত জনম যার,
তার চরনে নমচ্কার ।
দচ্ মাচ্ দচ্ দুক্ পেইয়ে
জোম্ -বু দীবত্ জোন্ মেইয়ে ।
পুরেই চেলুং চোক ভরি ।

মা বাব' পারা নেই দেচ্ ভরি।
পোৰু' বুঝে ইঙিদে আগারে-
এযের মানেই লুক সংসারে ।
মা বাব' চরন সেবিল
সগল তিথ্য ফল পায় ভিলে ।
জ্ঞানী ধ্যানী সালাম দধু -
পোৰুয়া পোঙি ভুজিলং ।
বেগরে সালাম মুই দিলুং;
গীদ' সাধনান সাধিলুং ।
গীদ' একলামা ফুরেইয়ে,
বুঝিলে বুঝিব মানেইয়ে ।

।। দ্বি-লামা ।।

তদাত্ বেরেই ধুপ কাবর,
গোজেন' চরনত্ ভুজঙর;
আগে সালাম দ্যং শিব' রণ,
মাগং গোজেনর দুই চরন ।
ছেয়ার তলে রাগেদ;
একালে উকালে তোরেদ;
জন্মে জন্মে দেগা হোক!
চিদে মনে এগা হোক!
দেবাংশি গোজেনে ন দুঝি,
অবুঝা মানেইয়ে ন বুঝি ।
শুন শুন পোৰুয়া ভেই-
দ্বিবা অকথরে তোরি যেই ।
গুরু সাধি নাং পেইয়ে,
অনা গুরুয়ে পার হেইয়ে ।
সাধি আনং আর জনম,
সগল দান গরঙর এই জনম ।
জুরি ন পাল্যে কুয়ত্ পেবে?
ভুজিলে চরনে কুল পেবে ।

ন রলে ধন' সাধনে-
 থরিব মানেইলোক্ ফুলদানে ।
 গুরু চরন সার গরে;
 বংশ ধনে কি পার গরে?
 এগা মনে ভুজিলে
 সগল তিথ্য ফল পায় ভেলে ।
 দয়া দেলে সার গরে,
 আপন পানি সাগরে-
 তিরিচ্ তিন জাদি ভাচ্ পার্তুংগোই মুই অ ঘরে ।
 ভুজিলে মানেলোক্ এই কালে,
 যমে ন ধরিব ওই কালে;
 যে বর্ মাগে সে বর্ পায়;
 গোজেনে বর্ দিলে ন ফুরায়
 গোজেন মেইয়া উদ নেই,
 ভুজি পারিলে দুক্খ নেই
 পরম বৃক্খ ভর্ দিয়া
 বুঝি পারে কন্না তার মেইয়া?
 সগল জীবে বেদায় হোক ।
 চিদে মনে এগা হোক ।
 পরম গোজেনে কিয়ত্ থায়?
 সাতবার সাধিলে-য় চেই ন পায় ।
 তদা সাধি আনিব
 পরম গোজেনে ভুজিব ।
 চরনে সালামে ভুজিলে,
 ধর্ম সাধানান পায় ভিলে ।
 সালাম দিবার কাজেল
 গীদ' দ্বিলামা ফুরেল ।
 গীদ দ্বিলামা ফুরেলে ন যেবং
 গোজেন' সুমুগে বর্ লবং ।

।। তিন লামা ।।
 তদাত্ বেৰেই কাবৰে-
 আৰাধনা গৰঙৰ হাত জোৰে ।
 দুখ্যা কুলে ন যেদুং
 সুখ্যা কুলে মুই এদুং,
 হাদে ন গোত্ৰুং জীববধ,
 যুগে যুগে ন পোত্ৰুং দোজগত্
 পরম বৃকথি মর ন হুদ,
 চিদা চজ্জা ন থেদ;
 কথা ন কথ তলেদি
 লোগে ন গৰ্ত্তক কলংগী ।
 'রোগে ব্যাধিয়ে ন ধৰ্ত্ত
 অজল নীজ দাত ন হুদ;
 পরা ন পেদুং ধনেদি
 উনা ন উদুং জনেদি;
 অবঝু জন্ম ন হোদুং
 তিদা কথা ন শুন্দুং।
 কানে ন শুন্দং কুকথা,
 পরে ন কথ অগথা;
 পোৰুয়া পোণ্ডিত যেই দেঝে-
 জন্ম হোদুংগোই সেই দেঝে ।
 আরনি রাজার দেচ্ লাক্ ন পাং;
 অঘাদে অপথে যেই ন পাং ।
 যেধক্ চিদা খায় ন জান্দুং;
 বেধক্ পরাত্ ন পোত্ৰুং ।
 গীদ' তিন লামা ফুরেলুং,
 সভার সালাম জানেলুং ।

।। চেইর লামা ।।
 তদাত্ বেৰেই কাবরান,
 ভুজিলুং গোজেনের চরনান ।
 গীদে রেইঙে উল্লাঝে-

সাধগুর সাধনান কেলাষে।
 দুখ্যা জন্ম ন হোদুংগোই
 বাবে এধ গম্ দিনে
 জন্ম দিদ সুখেনে ।
 সাধি ঘরত্ আবুচতুং,
 মন' কেলাজে হেলেদুং ।
 জাদে কুলে হোদুংগোই ।
 চানে শিক্যায় হোদুংগোই ।
 ধর্মী মা বাপ লাক্ পেদুং,
 চিদা শূন্য মন সুঘে দুধ হেদুং
 সাত ভেই সাত ভোন লাক্ পেদুং
 ননেয়া হলাবুরা মুই হোদুং ।
 সনার ধুলনত্ ধুলেদাক,
 দেবর ভঙানি ভঙেদাক;
 জেত্থা সমারে জেদেঙা,
 হরা সমারে হরাঙা ।
 কালি কুচ্যালে দুবা হোক!
 গুত্তি গুদুরি দেইল বারোক!
 ধনে জনে হ্দ মর;
 ধানে ভরন গলাঘর ।
 সমারে বোন্ধু পায় পারা;
 লোকে কুদুমে সর্ব পুরা;
 কথানি হ্দ মু মিদা
 গীদে রেঙে গম গলা ।
 মাধা- জগা চুল ধরোক!
 মধুর হ্দ দ্বিবা চোক্
 বেঙা হ্দ চোগ ভং
 মুজ্জুঙ' দান্তন হ্দ সং ।
 চেবার গম হ্দ উত্তানি
 বানেন্দ গোজেনে হান্তানি ।
 তদা পেদুং দেব গরন,
 বাহ্ রা অঝর বুক ভরন ।

চানে চিক্যায় গরনে-
 রুবে রঙে সপ্ন পানে ।
 রাজা- বাদাত্ পান হেদুং,
 গুরু সাধি নাং পেদুং ।
 সাধি ষরত্ আবুচ্ তুং,
 পোর্বুয়া পোঙিত মুই হোদুং ।
 দোজ্যা কোরোলি পায় গুন্দুং
 আগাজ চানতারা হাদে গুন্দুং;
 লোগে হাঝি মাদোক;
 সর্বলোগে পুজিদাক ।
 দেলে গুত্তরে ভুজিদাক ।
 হাদে পেদুং লেগা বর,
 কেইয়াত পেদুং রুববর ।
 গীদ চেইর লামা ফুল্লেই যার
 তদা সাধুগুর আরবার ।

।। পাঁচ লামা ।।

তদাত্ বেরেই কারুরান,
 ভুজিলুং গোজেনের চরনান ।
 চরনে সানামে ভুজিলে-
 সগল তিথ্য ফল পায় ভিলে ।
 পাচ্ ফুল দান ফল পেদুংগোই,
 রদে বলে মুই হোদুংগোই ।
 গোজেন' সুমুগে কর্ পাদং,
 সাতপুত চেই যোদি বর্ মাগং,
 দেনে মাগং ধন' বর,
 বাঙে মাং জন' বর্-
 ধনে সম্পদে সর্ব পুরা
 জুরি পার্ভুংগোই হেইত ঘরা ।
 যে বর মাগঙর মনর সাধ,
 সে বর পেদুংগোই হাদে হাত ।
 হাল্যা আবুজিলে লেই সাধি;

... জুম্মুয়া আবুজিলে তংসাধি;
দেবান আবুজিলে বীর সাধি ।
রাজা আবুজিলে চক্রবত্তি সাধি
কেইয়াত পেদুং সাজানা-
তিরিচ্ তিন জাদতুন পেদুংগোই হাজানা ।
হাদে পালঙে বোই হেদুং,
তিরিচ্ তিন জাদি ভাচ্ মুই পার্ত্তুং ।
যে বর মাগঙর মনর সাধ,
সে বর পেদুং হাদে হাত ।
গীদ পাচ লামা ফুরেই যার
তদা সাধঙর আরবার ।

।। ছ-লামা ।।

তদাত্ বেরেই কারুরে-
আরাধনা গরঙর হাত জোরে ।
মাতাপিতার ভোকতি লং,
সাত ভেই সাত ভোন বর্ মাগং ।
এগার হাজার চুরাশি শন
ফলানা বারে সাধঙর এগামন ।
হাদে ধালি পানিয়ে-
দিব মা স্বরস্বতী সাক্ষীয়ে ।
চরনে সালামে ভজঙর-
যেবার মেলানি মেলঙর-
গীদ' ছ-লামা ফুরেইয়ে-
বুঝিলে বুঝির মানেইয়ে ।
দেবর কুলে দেব মানায়,
মানেই কুলে লোক মানায় ।
কুদু গেলা সংগী ভেই?
সাধি সমারে চোলি যেই;
ফুরেইয়ে ছ-লামা ফুরেল-
গোজেন' চরনে মন্ রল ।

।। সাত লামা ।।

সাত লামা রজাঙর

গোজেন কৃপায় ।

শত্রুর ওই লোগে

মুক্ত তপ্ত পায়

জরেলুং মুই গোজেন সাত লামা

ন' গচ্য বাপ-ভেই সকল লক মনকাল ।

সাত লামা জরেই বিদায় অং

মা-বাবতুন বিদায় লং ।

সাতনাল সুদা ছিনি যাং

জরমবুদি কুদুম্ব লক

মুই ন' এইম আর ।

গীদ' সাত লামা পুরা হোল

জরমবুদি বিদায় হোল ।

গোজেন চিন্নরে গুর' কোই

মাদা পানি ভকতি লোই;

বজর' শেজত একুঅ দিন

গেবং সালামি সাত লামা চিরদিন ।।

= থুম =